দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 APR 1984
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

২৯

039

মতামত

শিক্ষা ব্যবস্থাঃ প্রাসঙ্গিক কথা

দৈনিক ইনকিলাবের ২১ মার্চের সংখ্যায় কালপুরুষের লেখা 'কাল-অকাল' শিরোনামে পরীক্ষা সমস্যার উপর বিস্তৃত আলোচনা পড়লাম। তিনি শিক্ষক সমাজকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, তাতে আমিও একমত। তিনি লিখেছেন, "শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে পড়ান না—শুধু বেতন হিসেবে প্রতিষ্ঠানের অর্থ লুটেন আর টিউশনি করেন" ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার সজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের ধারণাও এখন পাল্টে গেছে। শিক্ষা বলতে আমরা এখন বুঝি বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট। তাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বই পড়িয়ে শিক্ষাদান সমাপ্ত করা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য একদিকে যেমন কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা, সেই সাথে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন আচার-আচরণ করবার শিক্ষা লাভ করা যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক।

আজকাল অবশ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করে থাকেন যে, ভাল ও মন্দ, মঙ্গল ও অমঙ্গল একটা আপেক্ষিক ব্যাপার অর্থাৎ একজনের কাছে যা ভাল অন্য আর একজনের কাছে তা মন্দ। এ বিষয়ে বিতর্কের ঝড়ও তোলা যায়। তবে এ সম্পর্কে আমার ধারণা, যে ভাল আপেক্ষিক—তা প্রকৃত ভাল নয়। যা প্রকৃতই ভাল—তা চিরদিনই ভাল। একটা উদাহরণে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হবে। সুষম ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ শরীরের জন্য ভাল। আগেও ভাল ছিল, এখনও ভাল, ভবিষ্যতেও ভাল থাকবে। তাহলে এখন দাবী করা যায় যে, 'ভাল আপেক্ষিক'—এ তত্ত্ব সত্য নয়।

কালপুরুষের লেখার সাথে আমি আর একটু যোগ করতে চাই। যে শিক্ষক সমাজের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সে সমাজেও কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা আছে যারা এর ব্যতিক্রম। অবশ্য এদের সংখ্যা কম। তবে তাঁদের প্রাপ্য প্রশংসা না করলে অবিচার করা হবে। আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা মনে পড়ে। তখন কোন ছাত্রের জন্য সন্ধ্যার পরে বাসার বাইরে থাকা শুধু নিষিদ্ধই ছিল না, অপরাধও ছিল। পিতা-মাতা এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতেন। আর এসব অভিভাবকে সহযোগিতা করতেন শিক্ষকবৃন্দ। ছাত্ররাও শিক্ষকদের খুবই ভয় ও শ্রদ্ধা করতো। এ সবই সম্ভব হতো অভিভাবকদের সঠিক ভূমিকা পালনের কারণে। আজকের অভিভাবক সমাজ তাঁদের দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন বলে মনে করি। আজকের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য তাঁদের দায়-দায়িত্বের কথা অস্বীকার করলে ভুল করা হবে।

পরিশেষে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছি। দেহ এবং আত্মার সমন্বয়েই পরিপূর্ণ মানব। এমন এক মানব, যার ভিতর থেকে উৎসারিত হয় মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, ঔচিত্যবোধ ইত্যাদি সদগুণাবলী; যেগুলোর অভাবে মানুষ পরিণত হয় মানব নামধারী এক ইতর প্রাণীতে। প্রকৃত মনুষ হিসাবে বিকাশ লাভের জন্য উভয়েরই সুষম বিকাশ অপরিহার্য।

দেহের পরিতৃপ্তি ও পরিবর্ধন একভাবে হয়, আর আত্মার পরিতৃপ্তি ও পরিবর্ধন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হয়। বর্তমান বিশ্বের বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এ সত্য উপলব্ধি করা থেকে ক্রমাগতভাবে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট। বস্তুতান্ত্রিক জগতের মোহনীয় ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে আমরা আজ দিশেহারা। তাই আমরা আজ লক্ষ্যহীন এবং আমাদের কর্মও প্রকৃতপক্ষে আদর্শবিহীন। তাই এই গোলক ধাঁ ধাঁ থেকে যত শীঘ্র মুক্তি পাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। সে জন্য প্রয়োজন যে শিক্ষায় আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে চাই, সেই লক্ষ্য অর্জনে উপযুক্ত ও সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে গড়ে তোলা।

—মোঃ জহুরুল খালেদ,
১/এফ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ,
স্টাফ কোয়ার্টার,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীর গুরুত্ব

ইংরেজী আমাদের দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে প্রচলিত। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজীর গুরুত্ব অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। অথচ আমাদের দেশের ছাত্রদের ইংরেজীভীতি প্রচণ্ড। বিভিন্ন শ্রেণীতে ইংরেজীতে অকৃতকার্যের সংখ্যা বেশ ব্যাপক। সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিএ-তে ইংরেজী ঐচ্ছিক বিষয় করার পর অনেকেই ইংরেজীকে সাবজেক্ট হিসেবে নিচ্ছেন না। এর প্রতিক্রিয়া কখনো ভাল হতে পারে না। ডিগ্রী সম্পন্ন করা ছাত্রদের ইংরেজীতে দখল না থাকা বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য শুভ হতে পারে না। স্নাতক পর্যায়ের বিশেষ করে, সম্মান শ্রেণীর অধ্যয়নের জন্য ইংরেজী অপরিহার্য।

কারণ বিভিন্ন রেফারেন্স বইসমূহ ইংরেজীতে লেখা। রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য ছাড়া কোন বিষয় অনুধাবন করা এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা প্রায় অসম্ভব। অথচ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে স্নাতক শ্রেণীর বিদেশী রেফারেন্স বই পড়া এবং অনুধাবন করা অসম্ভব। ফলে ছাত্ররা পাস করে বেরুচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেসব বিষয়ে তাদের পরিপূর্ণ দখল আসছে না। উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ইংরেজীতে ভালো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীকে এমনভাবে স্থান দিতে হবে যাতে প্রকৃতই তারা ইংরেজীতে দক্ষ হয়ে উঠে এবং তাদের কাছে এটা কোন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। অর্থাৎ ইংরেজী ভাষাটা ছাত্রদের সামনে সহজবোধ্য করে তুলে ধরা উচিত।

সমগ্র বিষয়টি এমনভাবে সমন্বয় হওয়া উচিত যাতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইংরেজীতে একটি ছাত্রের ভাল দক্ষতা থাকে। এ জন্য শিশু শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীকে একটি কোর্স হিসাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে একজন ছাত্র ধাপে ধাপে ইংরেজীতে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে। উচ্চ শিক্ষা যেন তার পক্ষে সহজতর হয় এবং কর্মজীবনে সে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। এ বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

—মুহাম্মদ হেমায়েত হোসেন